মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিএফ’র চাল বিতরণের উদ্বোধন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে, মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে সারাদেশে বিনামূল্যে ভিজিএফ খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে ২ হাজার অসচ্ছল, দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১০ কেজি করে চাল বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের তিন তিনবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন উপস্থিত থেকে এই চাল বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্যাগ অফিসার ফজলুর রহমান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাবুল মল্লিক, রকিব উদ্দিন, রমজান আলী সহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন সচিব এবং গ্রাম পুলিশের সদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুরে পুলিশের নিয়মিত অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলায় ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ জন আসামী গ্রেফতার করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) সকাল থেকে আজ শুক্রবার (৮ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযানে এসব আসামী গ্রেফতার হন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও থানার মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ শুক্রবার (৮ জুলাই) সকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫ দিন ধরে নিখোঁজ, কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক রুবেলের মরদেহ মিললো নদীতে

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজ হওয়ার পাঁচদিন পর গড়াই নদীতে সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেলের মরদেহ পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার (০৭ জুলাই) দুপুর দেড়টার দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কুমারখালী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তেবাড়িয়া গ্রামের নির্মাণাধীন গোলাম কিবরিয়া ব্রিজের নিচে গড়াই নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত রুবেল কুষ্টিয়া জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক কুষ্টিয়ার খবর পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন।

তিনি কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং এ ব্লক এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।

নিহতের ছোট ভাই মাহবুর রহমান ও কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, গত রোববার (৩ জুলাই) রাত ৯টার দিকে মোবাইল ফোনে

একটি কল পেয়ে কুষ্টিয়া শহরের সিঙ্গার মোড়ে নিজের পত্রিকা অফিস থেকে বের হন রুবেল। বের হওয়ার সময় তিনি তার অফিসের পিয়নকে বলেছিলেন, ‘বাইরে থেকে আসছি’। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তার মোবাইল ফোন নম্বরটি বন্ধ ছিল। এ ঘটনায় কুষ্টিয়া মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করে তার পরিবার।

কুমারখালী থানার ওসি কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্রিজের নিচে নদীতে একটি মরদেহ ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে পরনের পোশাক ও মানিব্যাগে থাকা পরিচয়পত্র দেখে তার পরিবারের লোকজন তাকে শনাক্ত করেন।

তিনি আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে। রুবেলকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।

দুই জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনের ২ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

এরা হলেন ইদ্রিস আলী মাস্টার ও মিজানুর রহমান হিরন।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় থেকে তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

ইদ্রিস আলী সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। মিজানুর রহমান হিরণ মেহেরপুর জেলা যুব লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ আবু আনছার

এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

উল্লেখ্য, সদর উপজেলা পরিষদের উপ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৬ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নিশান সাবের, মেহেরপুর জেলার সাবেক ছাত্রনেতা শামিম উদ্দিন, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা আবুল হাশেম ও সাবেক ইউপি সদস্য আলফাজ উদ্দিন।

মেহেরপুরে বিদেশ যেতে না পেরে অভিমানে যুবকের আত্মহত্যা

বিদেশ যাওয়ায় বাধা পেয়ে ক্ষোভে অভিমানে গলাই দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন আব্দুর রহিম (২৫) নামের এক যুবক।

আব্দুর রহিম মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর রামনগর গ্রামের সৌদী প্রবাসী খাইরুল ইসলামের ছেলে। সে মেহেরপুর সরকারী কলেজের বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) ভোর রাতের দিকে তার নিজ কক্ষের ফ্যানের সাথে কাপড় পেচানো ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন।

তবে, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পারিবারিক দাফনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, ওই যুবক বিদেশ যাওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন যাবৎ চেষ্টা করছিল। শারীরিকভাবে অসুস্থ্য হওয়ায় বিদেশ যেতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েছিল সে। গতরাতে সে তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা

দিয়ে সবাই চলে গেলে রাতের কোনো এক সময় সে নিজ কক্ষে গলাই ফাঁশ লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। ভোররাতের দিকে তার মা তাকে ডাকতে গিয়ে ছেলের ঝুলন্ত মরদেহ দেখেন। পরে সদর থানা পুলিশে খবর দেন।

পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল খায়ের ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশের সুরোতহাল রিপোর্ট তৈরী করেন।পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটি ইাউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের উপর হামলা

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য আসমা খাতুনের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

হামলাকারী আক্তার হোসেন সাহারবাটি ইউনিয়নের ভোমরদহ গ্রামের আইওল ফকিরের ছেলে ও ৩ নং ওয়ার্ডে ভোমরদহ গ্রামের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) সাবান আলীর ভাইস্তে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আসমা খাতুন বর্তমান গাংনী উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ শ্রী প্রভাস কুমার জানান, আজকে চাল বিতরণ ছিল। পবিত্র ঈদের ভিজিএফ’র চাল বিতরণ চলছিল।আক্তার হোসেনও ভিজিএফ’র চাল নিতে এসেছিলেন। চাল নিয়ে ফেরার পথে আসমা খাতুনকে পরিষদের সামনে হামলা শুরু করেন।আসমাকে অনাকাংখিতভাবে হামলা করে রক্তাক্ত করেছে সে। তার আত্মচিৎকারে আমরা ছুটে গেলে সে পালিয়ে যায়। পরে আসমা খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের ভোমরদহ গ্রামের সদস্য ও হামলকারীর চাচা সাবান আলী মেম্বর বলেন, এখন সবাই আমাকে দোষ দিচ্ছেন। সে আমার ভাইস্তে হলেও আমি জানিনা কি কারণে মেম্বরের উপর হামলা করেছে সে। আমি জানি তার আইডি কার্ড নিয়ে চাল নিতে এসেছে। এর মধ্যে মেম্বরকে হামলা করেছে। আমি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

গাংনীতে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ১৩ জনকে আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর

গাংনীতে অসহায় ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অসুস্থদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ত্রাণ তহবিল থেকে প্রদত্ত নগদ টাকার আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) সকালের দিকে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ চেক হস্তান্তর করা হয়।

এ উপজেলার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অসুস্থ্য ও অসহায় ১৩ জন নারী পুরুষকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ত্রাণ তহবিল থেকে প্রদত্ত ৬ লক্ষ নগদ টাকার আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

হোগলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুর রহমান ৪০ হাজার, হাড়িয়াদহ গ্রামের ইকতার আলী ৫০ হাজার, গাংনী পৌর শহরের ৮ নং ওয়ার্ডের বাজারপাড়া এলাকার আজিজুল হককে ৫০ হাজার টাকা, ইয়ামিন হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা, বামন্দীর গোলাম সরোয়ারকে ৪০ হাজার টাকা, কল্যাণপুর গ্রামের খবির উদ্দীনকে ৫০ হাজার, আরশিদা খাতুনকে ৫০ হাজার, করমদী

গ্রামের হাবিবুর রহমানকে ৫০ হাজার, গাংনী শহরের ঈদগাহপাড়া এলাকার রফিকুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা,গাড়াবাড়িয়া গ্রামের রেজাউল হককে ৫০ হাজার, বেতবাড়িয়া গ্রামের ফজলুল হককে ৫০ হাজার, আমতৈল মানিকদিয়া গ্রামের পিয়ার আলীকে ৫০ হাজার, নওদাপাড়া গ্রামের আকলিমা খাতুনকে ৫০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি ও বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু প্রমুখ।

চেক হস্তান্তরকালে মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি বলেন, মানবতার দূত শেখ হাসিনা অসহায় দুস্থ্যদের কল্যাণে কাজ করছেন। কোনো মানুষ যেনো বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সে জন্য তার ব্যাক্তিগত ত্রাণ তহবিল থেকে দেশের অসহায় দুস্থ্য, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের জন্য আর্থিত সহায়তা দিচ্ছেন। এছাড়া অসহায় মানুষের পাশে সহায় হয়ে দাড়িয়েছেন তিনি।

মেহেরপুরে রিকসা চুরি করতে গিয়ে শহরের হাবিব আটক

মেহেরপুর শহরের হঠাৎপাড়া এলাকায় ব্যাটারী চালিত রিকসা চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা খেলেন হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিব (৩৯) নামের এক ব্যক্তি।
চোর সন্দেহে আটক হাবিব মেহেরপুর শহরের হঠাৎপাড়া এলাকার মৃতু তোফায়েল হোসেনের ছেলে।
বুধবার (৬ জুলাই) দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে সদর উপজেলার ঝাঁউবাড়িয়া গ্রামের রিকসা চালক আসফার আলীর রিকসা চুরি করে পালানোর সময় লোকজন তাকে ধরে ফেলে। পরে উত্তম মাধ্যম দিয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশে সোপর্দ করেন স্থানীয়রা।
এঘটনায় রিকসার মালিক আসপার আলী বাদী হয়ে হাবিবের বিরুদ্ধে রিকসা

চুরির অভিযোগ এনে মেহেরপুর সদর একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১৫, তারিখ, ০৬/০৭/২০২২ ইং।
চুরির মামলায় একমাত্র আসামী হিসেবে গ্রেফতার দেখিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে হাবিবকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৬ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন। নিয়মিত মামলায় ২, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলার ৩ জন আসামী রয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১জন, মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ৩ ও নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামী গ্রেফতার করেছেন।

বুধবার (৬ জুলাই) সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৭জুলাই) ভোর রাত পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।
এদিকে সদর থানায় চুরির অভিযোগে ১ টি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে। এঘটনায় একজন গ্রেফতার হয়েছেন। এবং একটি রিকসা উদ্ধার আছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনা কেনাকাটায় জমে উঠেনি শপিংমলগুলো, হতাশ বিক্রেতারা

পবিত্র ঈদুল আযহার আর মাত্র ৩ দিন বাকী থাকলেও কেনাকাটায় জমে উঠেনি দর্শনার শপিংমলগুলো। হতাশা বিরাজ করছে দোকান মালিকসহ কাপড় ব্যবসায়ীদের মাঝে।

প্রতি বছরই ঈদের প্রায় মাসখানেক আগে হতে ফুটপাতের বাজার থেকে শুরু করে বড় বড় শপিংমলগুলোতে বিক্রিবাট্টার ধুম পড়ে যায়। কিন্তু এবারের কোরবানি ঈদে দর্শনায় শপিংমল গুলোর অবস্থা ভিন্ন।

ঈদের আর মাত্র ৩দিন বাকি থাকলেও দোকানপাটগুলোতে সেভাবে বিক্রি নেই। নেই ক্রেতার আনাগোনা। দামুড়হুদা ও দর্শনা সহ-বিভিন্ন এলাকার বেশ কিছু মার্কেট ঘুরে দেখা যায়, নেই বিক্রির আমেজ। বেচাকেনা না থাকায় অনেকটাই হতাশা বিক্রেতারা।

দর্শনা বিশিষ্ট পোশাক ব্যবসায়ীরা বলেন,বাংলাদেশের মানুষের ঈদ উৎসবে কেনাকাটার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে পোশাক। যদিও পোশাক বেশি বিক্রি হয় রোজার ঈদে। কোরবানিতে তুলনামূলক কম হলেও তা মন্দ নয়।

কিন্তু এ বছরের চিত্রটা একেবারেই ভিন্ন। কোরবানি ঈদে কোনো বিক্রি বাট্টা সম্ভব হয়নি। কোরবানির ঈদ ঘিরেও এখন পর্যন্ত সেভাবে ক্রেতাদের দেখা মিলছে না। সব মিলিয়ে একটা বড় ক্ষতির মুখে পোশাক ব্যবসায়ীরা।

ফরহাদ গার্মেন্টস মালিক ফরহাদ বলেন, অতীতে ঈদের দিন যতো এগিয়ে আসতো ততই মার্কেটগুলোতে ভিড় বাড়তো। এ বছর সেই চিত্র দেখা যায়নি। চুয়াডাঙ্গা নিউ মার্কেটে কিছু বিক্রি হলেও তা খুবই সীমিত আকারে।

তবে ফ্যাশন হাউজগুলোতে ভিড় না থাকলেও, কসমেটিকসের দোকানগুলোতে তুলনামূলক বেশি মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। চুড়ি, মাথার ক্লিপ, মেহেদী ও অন্যান্য প্রসাধনীর জিনিস সংগ্রহ করতে দেখা গেছে অনেককেই।

তারপরও সার্বিক প্রেক্ষাপটে অনেকটাই হতাশ ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, সারা বছর ধরেই ঈদ মৌসুম মাথায় রেখে আমাদের প্রস্তুতি চলে। কোরবানির ঈদ ঘিরে কতটুকু বিক্রি হবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে যেটুকুই হোক, তা নিয়েই এবার সন্তুষ্ট থাকতে হবে।